তারা ব্যাজ
TARA BADGE

বাংলাদেশ স্কাউটস
BANGLADESH SCOUTS

তারা ব্যাজ

স্বত্বাধিকারী : বাংলাদেশ স্কাউটস

গ্রন্থনায় : তারা ব্যাজ টাস্কফোর্স

সংকলন: প্রথম : আবদুল্লাহ আল মামুন (১৯৯৬)

সম্পাদনা : বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রোগ্রাম বিভাগ

সার্বিক সহযোগিতায়: জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
জাতীয় কমিশনার প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ স্কাউটস
জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান
যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক
পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।
জনাব এ এইচ এম সামছুল আজাদ
উপ পরিচালক (ফাউন্ডেশন ও স্পেশাল ইভেন্টস)
জনাব শর্মিলা দাস
সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস।

প্রকাশনায় : ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন : স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক
দিগন্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৬

দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ, ২০১৭

তৃতীয় প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

মুদ্রণে : মাহির প্রিন্টার্স
২২৪/১ ফকিরেরপুল, ১ম গলি, ঢাকা-১০০০

মুখবন্ধ

স্কাউটিং জীবনের জন্য শিক্ষা। তাই শিশু, কিশোরদের চাহিদা অনুযায়ী কাব স্কাউট প্রোগ্রাম যুগোপযোগী করা একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের স্কাউট ও স্কাউটারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও মতামত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কাব স্কাউট প্রোগ্রাম হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করেছে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে যাঁদের হাত ধরে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন এবং বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীরপ্রতীক, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, প্রোগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং সকল জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ, প্রোগ্রাম বিভাগের ডেস্ক কর্মকর্তাসহ সকলের নিকট ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শাখা ভিত্তিক স্কাউট প্রোগ্রাম আধুনিকায়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করেছে।

তারা ব্যাজের বিষয়সমূহ শিশুদের উপযোগি করে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বইয়ের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি সমসাময়িক বিষয়সমূহ এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে কাব স্কাউটরা সহজেই এই ব্যাজ অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। অর্জিত জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে কাব স্কাউটরা ব্যক্তি জীবনে আরো দক্ষতা অর্জন সক্ষম হবে। কাব স্কাউটদের কাছে তারা ব্যাজ বইটি শিক্ষণীয় ও আনন্দ দায়ক হলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সফল ও স্বার্থক বলে মনে করব। বইটির পরবর্তী সংস্করণে আরো নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ ও মতামত কামনা করি।

কাব স্কাউটদের তারা ব্যাজ বই প্রকাশনায় যাঁরা মূল্যবান সময়, শ্রম ও মেধা মনন দিয়েছেন বাংলাদেশ স্কাউটস ও আমারপক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে জানাই স্বশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

(মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান)
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	সময়কাল	০৫
০২	আপন শক্তি	০৬
০৩	জাতীয় সংগীত	০৭
০৪	চেষ্টা করি	০৮
০৫	সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা	১০
০৬	নিজ ষষ্ঠকের সকল সদস্য ও কাব স্কাউট লিডার এর নাম জানা	১১
০৭	ভাল থাকব, ধর্ম পালন	১২
০৮	ইসলাম ধর্ম	১৩
০৯	হিন্দু ধর্ম	১৪
১০	বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিষ্ঠ ধর্ম	১৫
১১	বিছানা পত্র	১৬
১২	কম্পিউটার পরিচিতি	১৭
১৩	পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা	১৮
১৪	স্কাউট সিডি থেকে আরো ২টি গান শেখা/ও আমার দেশের মাটি	২০
১৫	যেকোন ২টি ছড়া বলতে পারা	২১
১৬	শারীরিক খেলাধুলা/দাঁড়িয়া বাঁধা/কাবাডি/খেলার নিয়মাবলী	২২
১৭	মুগলির গল্প বলতে পারা	২৬
১৮	প্যাক মিটিং এর নমুনা	২৯
১৯	পারদর্শিতা ব্যাজ	২৯
২০	সমাজ সেবা	৩০
২১	ক্যাম্পিং	৩১

সময়কালঃ

আপন শক্তি	ক. স্বাধীনতা দিবস খ. জাতীয় সংগীত সঠিক ভাবে গাইতে পারা
চেষ্টা করি	গ. দড়ির কাজ ঘ. সঞ্চয় করতে পারা ঙ. নিজ ষষ্ঠকের সদস্য ও কাব স্কাউট লিডারের নাম জানা চ. ইংরেজিতে কুশল বিনিময়
থাকব ভাল	ছ. ধর্ম পালন জ. ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা
জানব জগৎটাকে	ঝ. আগন্তককে পথের সন্ধান ঞ. কম্পিউটার পরিচিতি ট. পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা
আনন্দ-উল্লাস	ঠ. আরো ১টি গান শেখা ড.যেকোন ২টি ছড়া বলতে পারা ও ২টি খেলা জানা ঢ. মুগলির গল্প বলতে পারা ণ.প্যাক মিটিং-এ অংশগ্রহণ
আমিও পারি	ত. ২টি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন সূর্য গ্রুপ থেকে-১টি রংধনু গ্রুপ থেকে-১টি
ক্যাম্পিং	থ. দীক্ষা গ্রহণ ➢ কাব স্কাউটিং এর পুরো সময় অন্ড়তঃ ১টি কাব কার্নিভাল ১টি কাব অভিযান, ২টি কাব হলিডে, ১টি স্কাউটস ওন ও ১টি উপজেলা/জেলা/জাতীয় ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ
প্যাক মিটিং	১০টি
সময়কাল	৪-৬ মাস

আপন শক্তি

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস একটি দেশের গৌরব ও তাৎপর্যময় দিন। ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় এবং সরকারি ভাবে এই দিনটিকে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

১৬ই মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। সব আলোচনা ব্যর্থ করে দিয়ে ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারী-পুরুষকে হত্যা করে। এ কালো রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬ মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সরকার মুজিব নগর সরকার নামে পরিচিত। বঙ্গবন্ধু হলেন স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে জনগণকে উৎসাহিত করে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করে। মুক্তিবাহিনীতে সকল শ্রেণি পেশার বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন, অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন, অনেকেই ঘরবাড়ি হারান। রাজাকার-আলবদর নামে পরিচিত কিছু সংখ্যক বাঙালি পাকিস্তানিদের পক্ষে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা যুদ্ধাপরাধী। তাদের বর্বর নির্যাতন ও পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যা মুক্তিবাহিনীকে দমাতে পারেনি। অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন ভূ-খন্ডের পাশাপাশি আমরা পাই একটি নতুন মানচিত্র, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত।

জাতীয় সংগীত সঠিক ভাবে গাইতে পারা

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।

চিরদিন তোমার আকাশ ॥

তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে-

ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হায়, হায় রে-

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

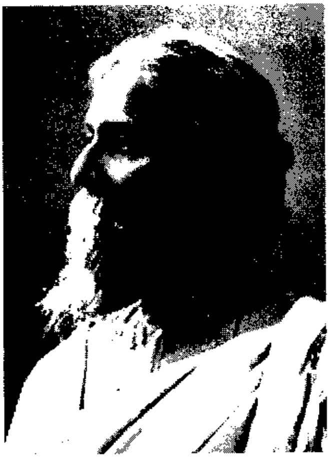

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত উপরের সংগীতটি হচ্ছে আমাদের দেশের জাতীয় সংগীত। এ গানটি তোমাকে অবশ্যই সুন্দর এবং নির্ভুল ভাবে গাইতে শিখতে হবে।

চেষ্টা করি

স্কয়ার বো দিয়ে জুতার প্রান্ত বাধাঃ

সদস্য স্তরে তোমরা ওভারহেড গেরো ও স্কয়ার বো গেরো সম্পর্কে জেনেছ। তারা ব্যাজ এ তোমরা আরো কিছু গেরো শিখবে।

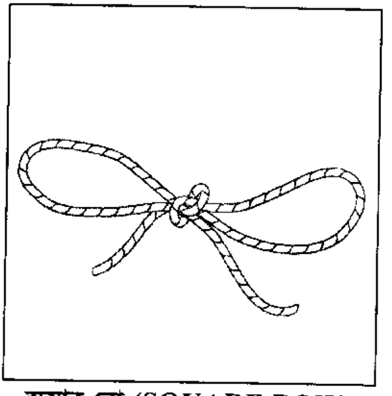

স্কয়ার বো (SQUARE BOW)

অনেকদিন আগে কানাডার নায়েগ্রা জলপ্রপাতে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল। শীতের মাঝামাঝি সময় একজন ভদ্রলোক তার স্ত্রী ও সতেরো বছরের ছেলেকে নিয়ে একটি বরফের সেতু পার হচ্ছিলেন, পানিতে বরফ জমে সেতু তৈরী হয়েছিল, হঠাৎ বরফ গলে ভাঙ্গতে শুরু করলো। এর ফলে ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী এবং তাদের ছেলে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। তাদের চারপাশে ছিল বিক্ষিপ্ত আকারের বরফ। যার ফলে সেখানে সাঁতার কাটা বা নৌকা চলাচল করা সম্ভব ছিল না। বরফের ওপর দিয়ে স্রোতের টানে তারা প্রায় এক মাইল ভেসে চলল, তীরে দাঁড়িয়ে অন্যান্যরা তাদের জন্য কিছুই করতে পারলো না। প্রায় এক ঘন্টা পর তারা একটি সেতুর নিচে এসে পৌছালো। সেতুর ওপর দিয়ে দড়ি ছুড়ে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করা হলো, ছেলেটি দড়ি ধরার চেষ্টা করে এক সময় গভীর পানিতে প্রাণ হারালো, ভদ্রলোক ও তার স্ত্রী কোন রকমে দড়ি নিজেদের দেহে জড়িয়ে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদেরও একই অবস্থা হলো।

এই ঘটনার পর একজন কানাডীয় স্কাউট লিডার বলেছিলেন, আমার মনে হয় কোন স্কাউট ঐ স্থানে থাকলে তাদের প্রাণ বাঁচাতে পারত। কারণ একজন স্কাউট জানে কিভাবে বিপদগ্রস্থ মানুষকে উদ্ধার করতে হয়। অতএব বুঝতেই পারছো, যে কোন ঘটনা ঘটার পর শিক্ষা নেয়ার চেয়ে ঘটনার পূর্বেই সাবধান হওয়া উচিৎ। এবার চলো মূল বিষয়ে ফিরে যাই।

গেরো ও তার ব্যবহার ঃ ওপরের ঘটনা থেকে তুমি নিশ্চয়ই গেরো বাঁধার কৌশল জানার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছো। আর কাব স্কাউট মাত্রই তা জানে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা মনে করে, এই সহজ জিনিসটি শেখার মধ্যে এমন কি উপকার থাকতে পারে। বোলাইন (Bowline) বা জীবন রক্ষা গেরো বাঁধার কৌশল জানা থাকলে গল্পের দুর্ঘটনাটি হয়তো এড়ানো সম্ভব হতো।

সেতু থেকে বোলাইন বা জীবন রক্ষা গেরোটি (লার্ভাস) ঝুলানো থাকলে হয়তো তাদের প্রাণ বাঁচানো যেতো। সদস্য স্তরে তোমরা স্কার্ফের প্রান্তবাঁধা (ওভার হেড গেরো) এবং স্কয়ার বোঁ দিয়ে জুতার ফিতা বা প্যাকেট বাঁধতে শিখেছো। এবারে তারা ব্যাজ পাশ করার জন্য তোমাদের দুটো গেরো শিখতে হবে। প্রথমে গেরো বাঁধার কৌশল শিখো। যখন দেখবে গেরো তুমি সহজেই বাঁধতে পারছ তখন নিজে নিজে বাঁধার চেষ্টা কর। প্রথমে একটু কঠিন মনে হলেও ধীরে ধীরে তোমার কাছে এগুলো সহজ হয়ে যাবে।

সবসময় দিনের উজ্জ্বল আলোতে তুমি গেরো বাঁধার সুযোগ নাও পেতে পার। রাতে তাঁবুতে বা অন্য কোথাও এগুলো বাঁধার প্রয়োজন হতে পারে। লিখে বর্ণনা করে গেরো বাঁধার কৌশল শেখানো সহজ নয়, তাই আকেলার সাহায্য নিয়ে তুমি গেরো বাঁধার কৌশল জেনে নেবে।

তারা ব্যাজ পাওয়ার জন্য তোমাকে রীফনট বা ডাক্তারী গেরো এবং ক্লোভ হিচ বা বঁড়শী গেরো বাঁধার কৌশল জানতে হবে। তার আগে তোমরা স্কয়ার বো টা একটু ঝালাই করে নিও।

স্কয়ার বো (SQUARE BOW) ঃ

স্কোয়ার বো দিয়ে জুতার ফিতা বা প্যাকেট বাঁধা হয়। তোমরা নানা রকম জুতা পর। এর মধ্যে অক্সফোর্ড স্যু, ডারবি স্যু, ক্যানভাস স্যু আর কেডস স্যু পরতে হয় ফিতা বেধে। এখন কেডস ও ক্যানভাস জুতার খুব প্রচলন। অনেক স্কুলে সাদা ক্যানভাস জুতা ইউনিফর্মের অংশ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তোমরা অনেকেই জুতার ফিতা বাঁধতে পার। আবার কারো কারো জুতার ফিতা আব্বা, আম্মা, বড় ভাই-বোন বা কেউ বেধে দেন। কাব স্কাউট হিসেবে নিজের জুতার ফিতা অন্য কেউ বেধে দেবে এটা লজ্জার কথা। যে কায়দায় জুতার ফিতা বাধা হয় তাকে "স্কয়ার বো" বলা হয়।

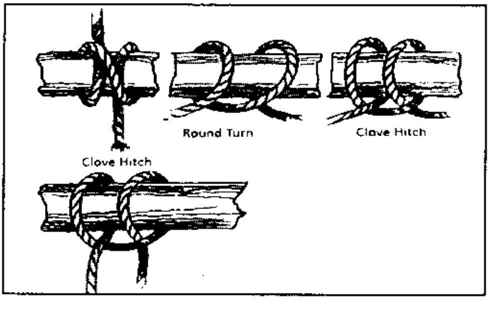

ক্লোভ হিচ (CLOVE HITCH)

ক্লোভ হিচ (CLOVE HITCH) বা বরশী গেরো ঃ কোন দড়ির এক প্রান্তকে কোন খুঁটির সাথে বাঁধার জন্য ক্লোভহিচ বা বড়শী গেরো ব্যবহার করা হয়।

খেলাঃ (KNOT OUT) নট আউট

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ দড়ি (৬ হাত), অংশগ্রহণ ঃ দলের সকল কাব

সময় ঃ ২০ থেকে ৩০ মিনিট

খেলার বিবরণ ঃ আকেলা এবং তার সহকারী হবেন এ খেলার বিচারক। পুরো দলকে দু'ভাগে ভাগ করতে হবে, দু' দলকে আলাদা করে চেনার জন্য নির্দিষ্ট চিহ্ন থাকবে। একজন কাব স্কাউট মোট ৩ বার খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ এ খেলার জন্য প্রত্যেকেরই তিনটি জীবন থাকবে। প্রত্যেক কাবকে আকেলার সই করা তিন টুকরো কাগজ দেওয়া যেতে পারে। আকেলা বাঁশি বাজানোর সাথে সাথে খেলা শুরু হবে। এক দলের কাব অন্য দলের কাবদের ধরবে এবং আকেলা সহকারীদের কাছে নিয়ে আসবে। সহকারীরা বিভিন্ন জায়গায় বসা থাকবেন, তাদের দুজনের যে কোন জনের জীবন খোয়া যাবে এভাবে যে দল বেশী পয়েন্ট পাবে তারা বিজয়ী হবে। একজন কাব একবার একজনের বেশী ধরতে পারবে না।

সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।
কমপক্ষে বিশ (২০.০০) টাকা সঞ্চয় করা

সদস্য স্তরের ব্যাজ অর্জনের সময়ে তুমি বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রা ও কাগজের নোট চিনেছো। এখন তারা ব্যাজ অর্জনে তোমাকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। তুমি বিভিন্নভাবে এ অভ্যাস গড়ে তুলতে পারো। প্রতিদিন স্কুলে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে, জন্মদিন, ঈদ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে বড়দের উপহার দেয়া অর্থ আজেবাজে খরচ না করে জমিয়ে রাখবে, এ সঞ্চয় তোমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে। তুমি যখন কোন ক্যাম্পে যাবে তখন তোমাকে ক্যাম্প ফি দিতে হবে। আবার যখন কোন শখের জিনিস কিনতে চাইবে তখনও তোমার টাকা প্রয়োজন পড়বে। এ সময় তুমি অযথা তোমার বাবা, মাকে টাকার জন্য বিরক্ত না করে তোমার জমানো টাকা খরচ করতে পারো। তাহলে বুঝতেই পারছো, সঞ্চয় তোমাকে কিভাবে সাহায্য করে। এ জন্য তোমাকে এখন থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

নিজ ষষ্ঠকের সকল সদস্য ও কাব স্কাউট লিডার-এর নাম জানা

তোমাকে তোমার আকেলা ও তাঁর সহকারীদের সম্পর্কে জানতে হবে। তোমার ষষ্ঠকের নাম সহ দলের অন্যান্য ষষ্ঠকের নাম, তোমার ষষ্ঠকের নেতা সহ অন্যান্য ষষ্ঠক নেতাদের নাম, তাদের ঠিকানা তোমার ষষ্ঠকের অন্যান্য সদস্যদের নাম ঠিকানা জানবে, তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

যেভাবে তুমি এ সকল তথ্য সংগ্রহ করবে-

- ❑ ইউনিটের নাম ঃ
- ❑ আকেলার নাম ঃ
- ❑ সহকারী আকেলাদের নাম ঃ

- ❑ ষষ্ঠকের নাম ঃ
- ❑ ষষ্ঠক নেতার নাম ঃ
- ❑ দলের অন্যান্য ষষ্ঠক নেতার নাম ঃ

ষষ্ঠক ঃ ---------------------------------- নাম ঃ -------------------------

ষষ্ঠক ঃ ---------------------------------- নাম ঃ -------------------------

❑ ষষ্ঠক এর সকল সদস্যদের নাম ও ঠিকানা ঃ

নাম ঃ ---

ঠিকানা ঃ --

নাম ঃ ---

ঠিকানা ঃ --

তোমার কাব খাতার প্রথমে তুমি এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করবে। এবার তোমার ষষ্ঠকের পরিচিতি চিহ্ন সম্বন্ধে বলছি।

তোমার ষষ্ঠক পরিচয় হবে তিন কোনো আকৃতির ৩.৮১ সেঃ মিঃ বা ১.৫০ ইঞ্চি সমবাহু নির্দিষ্ট রংয়ের কাপড়ের তালি। ষষ্ঠক পরিচিতি চিহ্ন বাম কাঁধের নিচে শীর্ষ কোণ ওপরের দিকে রেখে এটা পরতে হবে।

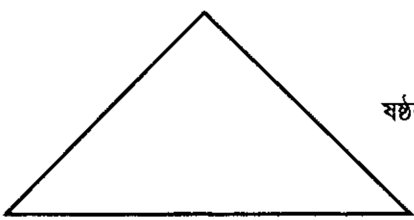

ষষ্ঠক পরিচিতি চিহ্ন

ইংরেজিতে নিজ সম্পর্কে বলতে পারা যেমনঃ

1. My name is Rezwan Khan
2. My School mane is A.K. Rahim Primary School.
3. I am eight years old.
4. I have two sister and one brother
5. My father is a service holder & my mother is a house wife.

ভাল থাকব
ধর্ম পালন

ধর্ম পালন ঃ আইন এবং প্রতিজ্ঞা মেনে চলতে হলে তোমাকে ধর্ম পালন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।
সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালন মানেই হচ্ছে ধর্ম পালন। "স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা"– প্রতিজ্ঞার এই অংশটুকু সদস্যস্তরে তোমরা নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী চর্চা করেছো, এছাড়াও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে জেনেছো।

ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা পাঁচটি রোকন, কালিমা জানা ও বিশ্বাস স্থাপন, আদব কায়দা শেখা, ঈদ উৎসবে সকলের সাথে মিলেমিশে আনন্দ করা, মসজিদে গমন ও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছো।

হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা পূজা পার্বন, পূজার অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন, মন্দিরে যাওয়া এবং সকাল ও সন্ধ্যা আহ্নিক, নাম কীর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে জেনেছো।

খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীরা বড় দিন বা যিশু খ্রিষ্টের জন্ম দিনের উৎসব, গির্জায় যেয়ে প্রার্থনা করা, প্রতিদিন যীশু খ্রিষ্টের প্রশংসাসূচক গান ও প্রার্থনায় যোগ দেয়া সম্পর্কে জেনেছো।

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরা উল্ল্যেখযোগ্য তিনটি পূর্ণিমা, প্রবারনা উৎসব, চিবরদান অনুষ্ঠান এবং বৌদ্ধ বিহারে গমন সম্পর্কে জেনেছো।

ইসলাম ধর্ম

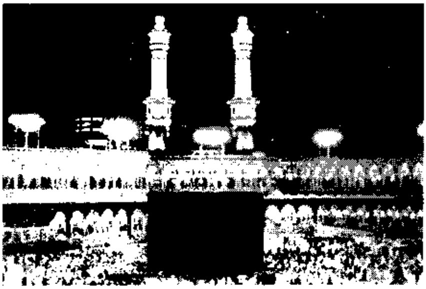

তারা ব্যাজ পেতে হলে তোমাকে নামাজের ওয়াক্ত, ফজর ও যোহর নামাজের নিয়ম, সূরা ফাতিহার বাংলা অনুবাদ ও কালিমা শাহাদাৎ জানতে হবে। এসো প্রথমে আমরা জেনে নেই নামাজের প্রকারভেদ ঃ মৌলিকভাবে এবং মানগত অবস্থার দিক বিবেচনায় নামাজ কয়েক প্রকারে বিভক্ত,

ফরযে আইন ঃ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও দূরতে মুহ্তার শুক্রবারে জুমআর নামাজ।

ফরযে কেফায়া ঃ জানাযার নামাজ।

ওয়াজিব নামাজ ঃ উভয় ঈদের নামাজ এবং প্রতিদিন এশার নামাজের পর দুই রাকাত সুন্নতের নামাজের পর বেতের এর নামাজ।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ঃ ফজরের ফরয নামাজের পূর্বে দুই রাকাত ও মাগরিব এবং এশার ফরয নামাজের পর দুই রাকাত, যোহর এর ফরজ এর আগে চার রাকাত এবং পরে দুই রাকাত নামাজ।

সুন্নাতে যায়েদা ঃ এ ধরনের নামাজ অনেক প্রকার, যেমন সূর্য, চন্দ্র গ্রহণের সময়কার নামাজ, তাহাজ্জুদের নামাজ, অনাবৃষ্টির সময়কার বিশেষ নামাজ, আউযাবীনের নামাজ।

উপরের আলোচনা থেকে তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারীর উপর দৈনিক পাচঁ ওয়াক্ত অর্থ্যাৎ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা নামাজ আদায় করা ফরয। প্রত্যেক নামাজের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত (সময়) আছে। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে না। আবার ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে নামাজ কাযা হয়ে যাবে। প্রত্যেক নামাজের মুস্তাহাব ওয়াক্ত, মাকরাহ ওয়াক্ত এবং নামাজের নিষিদ্ধ সময় সর্ম্পকে সচেতন হতে হবে। সুতরাং নামাজ সমূহের ওয়াক্ত বা সময় চেনা ফরয। এসো আমরা ফরয নামাজের নাম সমূহের রাকাত ও সময় সর্ম্পকে ভাল ভাবে জেনে নেই। আমরা কিন্তু বিভিন্ন ওয়াক্তের ফরজ ও সুন্নাত সর্ম্পকে আগেই জেনেছি। তারা ব্যাজ পেতে হলে আপাতত ফজর ও যোহর সর্ম্পকে ভাল ভাবে জানব এরপর পর্যায়ক্রমে আসর, মাগরিব ও এশা সর্ম্পকে ভাল ভাবে জানব।

ফজর ঃ ফজরের নামাজ দুই রাকাত। এ নামাজের সময় হলো সুবহে সাদিক হতে শুরু হয়ে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, রাতের শেষে পূর্বাকাশে একটি লম্বা সাদা

রেখা দেখা যায়। এই শুভ্রতাকে বলা হয় সুবহে কাযিব, এরপর আবার অন্ধকার ছেড়ে যায়। এর অল্পক্ষণ পরে আকাশের প্রস্থে অর্থ্যাৎ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সাদা আভা দেখা যায়। ফলে পূর্বাকাশে আলোকিত হয়ে যাবে এ অবস্থাতে বলা হয় সুবহে সাদিক, এরপর আর অন্ধকার থাকে না।

যোহর ঃ যোহরের ফরয বা আবশ্যক নামাজ হলো চার রাকাত এই নামাজ আদায়ের সময়সীমা হলো ঠিক দ্বি প্রহর অর্থাৎ সূর্য কিঞ্চিত মাত্র মধ্যকাশ হতে ঢলে পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে যোহরের সময় আরম্ভ হয় এবং ছায়ায়ে আসল ছাড়া যতক্ষণ না সকল বস্তুর ছায়া সেই বস্তুর দ্বিগুণ হয়, ততক্ষণ পযন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে। আমরা এরই মধ্যে কালিমা তাইয়্যেবা জেনেছি এবার আমরা কালিমা শাহাদাৎ সর্ম্পকে জানব

কালিমা শাহাদাৎ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। অর্থঃ আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁহার কোন অংশীদার নেই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।

হিন্দু ধর্ম

হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আয়ত্ব করতে হবে।

- ❖ ঈশ্বর ও জীব সেবা, ঈশ্বরের স্বরূপ, উপাসনা ও প্রার্থনা।
- ❖ হিন্দু ধর্মের সাধারণ পরিচয়, ধর্মগ্রন্থ, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী।
- ❖ ঈশ্বরের একত্ব, ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতি, শিষ্টাচার ও পরম সহিষ্ণুতা।
- ❖ দেশপ্রেম, পূজা পার্বণ ও ধর্ম ক্ষেত্র।
- ❖ অহিংসা ও পরোপকার।

বৌদ্ধ ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আয়ত্ব করতে হবে।

- ❖ গৌতম বুদ্ধের মহা জীবন।
- ❖ বন্দনা ও নিত্য কর্ম।
- ❖ পূজা ও দান।
- ❖ ত্রিপিটক পরিচিতি (অভিধর্ম পিটক)
- ❖ ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান
- ❖ ধর্ম ও স্বদেশ প্রেম

খ্রিষ্ট ধর্ম

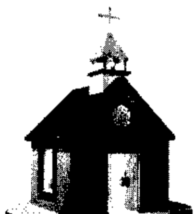

খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আয়ত্ব করতে হবে।

- ❖ রাজা শৌল। ❖ শমুয়েল ভাববাদী।
- ❖ দায়ুদ ও যোনাথন। ❖ রাজা দায়ুদ
- ❖ অবশালেমের বিদ্রোহ। ❖ শলোমানের যিরুশায়েলম মন্দির নির্মান।
- ❖ যোহন অবগাহক যীশুর জন্ম। ❖ যিশুর জেরুশালেম যাত্রা।
- ❖ যীশুর পরীক্ষা ও কয়েকটি আশ্চার্য কাজ।
- ❖ যীশুর মৃত্যু। ❖ যীশুর পুনরুত্থান।

ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা

তুমি কিভাবে একজন স্বাস্থ্যবান ও চৌকষ কাব স্কাউট হবে? স্বাস্থ্যবান ও চৌকষ কাব স্কাউট হতে হলে এবং কাবিং এ অধিক আনন্দ পেতে হলে তোমাকে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। তোমার শরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে তোমাকে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ঠিক রাখার নিয়মগুলো জানতে ও এর নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার কিছু নিয়ম তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

নিজের ইউনিফর্ম ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে পারা। স্কুল এবং কাব স্কাউটের ইউনিফর্ম পরিষ্কার এবং পরিপাটি আছে কিনা, তা স্কুলে ও প্যাকমিটিং-এ যাওয়ার পূর্বে দেখে নেওয়া।

সাধারণত প্রতিটি স্কুলের ইউনিফর্ম থাকে। এ ছাড়া কাব স্কাউটদের তো ইউনিফর্ম রয়েছে। তুমি প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার পূর্বে ভালভাবে দেখে নাও, তোমার ইউনিফর্ম পরিষ্কার ও আয়রণ করা আছে কিনা। তোমার কাব ইউনিফর্মটি নিশ্চয়ই তোমার খুব প্রিয়, তোমার এই প্রিয় জিনিসটা এখন থেকে তুমি ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে, এর জন্য মাকে কষ্ট দেবে না। নিজের ইউনিফর্ম ময়লা হলে ঘরে রাখা কাপড় কাচা সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। নিজে সব সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে ভালোও লাগে। নোংরা ও ময়লা পোশাক দেহ ও মনের জন্য ক্ষতিকর। ভিজা ইউনিফর্ম পড়লে, সর্দ্দি, জ্বর ইত্যাদি রোগ হয়। পোশাক মাঝে মধ্যে রোদে দিতে হবে এবং পরিস্কার রাখতে হবে।

বিছানাপত্র

বিছানাপত্র পরিষ্কার না থাকলে শরীরে নানা প্রকার রোগ দেখা দেয়। বিছানার চাদর ও বালিশের কভার ইত্যাদি ময়লা হলে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। বিছানার জন্য বড়দের সহযোগিতা নেওয়া যাবে। তবে তোশক মাঝে মাঝে রোদে দেয়া এবং সুন্দর পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে

আগন্তুককে পথের সন্ধান

কাব হিসেবে তোমাকে শুধু তোমার বাড়ি আর তোমার স্কুল এ দুটো চিনলেই হবে না। তোমার বাসার আশ-পাশ সম্পর্কে জানতে হবে। ১৯০৯ সালের একটি ছোট ঘটনার কথা বলছি। লন্ডন নগরীতে সে দিনের সকালটি ছিল খুবই কুয়াশাচ্ছন্ন। একজন আমেরিকাবাসী পুস্তক প্রকাশক নাম উইলিয়াম ডি. বোইস পথ হারিয়ে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কোন পথে তাকে যেতে হবে। এমন সময় কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল একটি ছোট ছেলে। ছেলেটি মিঃ বোইসের অবস্থা বুঝতে পেরে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল জনাব, আপনার জন্য কি করতে পারি? মিঃ বোইস বললেন, আমি একটি জায়গায় যেতে চাচ্ছিলাম কিন্তু পথ খুজে পাচ্ছি না। ছেলেটি মিঃ বোইসকে সঙ্গে করে এ গলি এ গলি পার হয়ে তাকে যথাস্থানে পৌছে দিয়ে নিজের পথে যাবার জন্য পেছনে ফিরে দাঁড়াল। বোইস বালকটির উপর খুশি হয়ে বললেন দাড়াও! তুমি আমার বড্ডো উপকার করেছ। কিছু বকশিস নিয়ে যাও। উত্তরে ছেলেটি মিঃ বোইস কে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আমি স্কাউট; স্কাউটরা কারো উপকার করে বিনিময় কিছু গ্রহণ করে না। আপনি কি স্কাউটদের কথা শুনেন নি? মিঃ বোইস বালকটির গমন পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। লন্ডনে তার যাবতীয় কাজ- কর্ম সেরে স্কাউট সদর দপ্তরে হাজির হয়ে বালকদের জন্য স্কাউট ট্রেনিং নিয়ে তার দেশে ফিরে গেলেন। এমনি করেই স্কাউটিং আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পৌছে গেল সুদূর আমেরিকায়। দেখলে সামান্য একটি উপকার, বিনিময়ে কতো বড়ো কান্ড ঘটে গেল। তারা ব্যাজ পেতে হলে তোমাকে তোমার বাড়ির আশেপাশের জায়গা বিশেষ করে হাসপাতাল, বিমানবন্দর, রেল ষ্টেশন, বাসষ্ট্যান্ড, লঞ্চঘাট, খেয়াঘাট এবং তোমার নিজের এলাকাকে চিনতে হবে। মিঃ বোইস এর মতো পথ হারানো কোন আগন্তুককে যাতে তুমি সহজেই পথ চিনিয়ে দিতে পারো।

কম্পিউটারের পরিচিতি

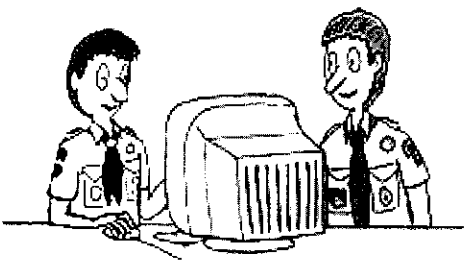

কম্পিউটার কী

কম্পিউটার শব্দের অর্থ গননাকারী যন্ত্র। কম্পিউটার একটি ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা যন্ত্র যা পূর্বে লিখিত নির্দেশনা অনুসারে উপাত্ত সংরক্ষণ করতে পারে ও তথ্য প্রদর্শন করতে পারে। কম্পিউটারের সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য হার্ডওয়ার্ক এইচ আইকোন কে কম্পিউটারের আবিস্কারক বলা হয় এবং চার্লস ব্যাবেজের নীতির উপর কম্পিউটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চালর্স ব্যাবেজ কে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়।

বাংলাদেশে কম্পিউটার

কম্পিউটার কী?

কম্পিউটার একটি আধুনিক যন্ত্র। যার মাধ্যমে হিসাব গণনা করা হয়।

কম্পিউটারের জনক

১) চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের জনক বলা হয়

২) ভন নিউম্যানকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক বলা হয়

বাংলাদেশে কম্পিউটার

১৯৬৪ সালে প্রথম কম্পিউটার স্থাপন করা হয়। ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে।

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশ :

মনিটর: কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকর্মকে দেখার জন্য যে পর্দা ব্যবহার করা হয় তাকে মনিটর বলে।

মাউস: যার মাধ্যমে ক্লিক করে ডাটা ইনপুন করা হয়। মাউসের সাধারণত; ডানে বামে দুটি বাটন থাকে।

সিপিইউ: সিপিইউ মানে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সেখানে সকল নির্দেশ অনুসারে কাজ সম্পন্ন হয়ে ফলাফল প্রস্তুত করে।

প্রিন্টার : কম্পিউটারের তথ্য কাগজের মাধ্যমে পাওয়ার জন্য প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়।

কী বোর্ড: যে বোর্ডের দ্বারা ডাটা টাইপ করে কম্পিউটারে ইনপুট করা হয় তাই কী বোর্ড। কী বোর্ডে বিভিন্ন ধরনের কী থাকে।

পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা

নিজেদের ঘরবাড়ি ও স্কুল পরিচ্ছন্নতা রাখতে সাহায্য করা

চিপসের প্যাকেট, পড়ার টেবিলে, বই-খাতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গুছিয়ে রাখা । পেন্সিলের সার্পনারের ময়লা যথাস্থানে ফেলা।

তারা ব্যাজ অর্জন করার আগে তোমাকে পরিচ্ছন্ন থাকার পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে হবে। এটা তোমার ভীষণ প্রয়োজন। তুমি অনেক সময় চিপসের প্যাকেট, চকলেটের প্যাকেট যেখানে সেখানে ফেলো। এই কাজ কখনো করবে না। চিপস, চকলেটের প্যাকেট যথাস্থানে ফেলবে। এতে পরিচ্ছন্নতা বাড়ে। তোমার পড়ার টেবিলে সবসময় বই খাতা, কলম, পেন্সিল গুছিয়ে রাখবে। পেন্সিলের সার্পনারের ময়লা সবসময় যথাস্থানে ফেলবে। এতে তোমার ঘর, পড়ার টেবিল পরিষ্কার থাকবে। বাসের টিকেট, কলা ও কমলার খোসা, কাগজের টুকরা যেখানে সেখানে ফেলবে না। কাব হিসেবে তুমি কখনো এ রকমটি করতে পারো না। কাবেরা এগুলোকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবার কষ্ট স্বীকার করতে সবসময় প্রস্তুত থাকে। অপরিচ্ছন্নতা ও অপরিস্কারের ফলে কেবল পথ-ঘাট অপরিস্কার হয় তা নয় বরং কলা বা কমলার খোসায় পা ফসকে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া আবর্জনা পচনের ফলে জীবাণু জন্মে বাতাস দুষিত করে। তোমাকে এক অদ্ভুত প্রকৃতির বালকের কথা বলছি। সে কারোরই উপকারের কথা ভাবতেই পারতোনা। একদিন সে একটি কলার খোসা আবর্জনা রাখার পাত্রে পড়ে থাকতে দেখল। এটা অবশ্য মানুষের চলাচলের রাস্তা থেকে নিরাপদ দূরত্বেই ছিল। সে খোসাটি উঠিয়ে পুনরায় রাস্তার উপরে রাখল, যাতে অন্য কোন কাব স্কাউট তা দূরে ফেলে পরোপকার করতে পারে। আশা করি তুমি এ রকমটি করবে না।

গ্রামের কাব স্কাউটরা পথঘাটের আবর্জনা পরিস্কারের মাধ্যমে মানুষের উপকার করতে পারে। এর ফলে যে পথ–ঘাট পরিস্কার হয় না তা নয় বরং চাষীদের ভীষণ উপকার হয়। কারণ এসব আবর্জনা পচে জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। উর্বর জমিতে বাড়তি সারের প্রয়োজন পড়ে না।

স্কটল্যান্ডের নাম তুমি হয়তো শুনেছো। সেখানকার এক পার্কে লেখা আছে 'স্মরণ রেখো, কলার খোসা, কমলার খোসা, চকলেটের কাগজ, ভাঙ্গা বোতল, ছেঁড়া কাপড়, কোডাকের কৌটা, কাগজের ঠোঙা, পোড়া সিগারেট, দেশলাই কাঠি, পিচবোর্ড ও কাগজের টুকরো, টিন ও এ ধরনের আরো অনেক জিনিস অনেক বন্ধুর জন্য এ পার্ক নিরানন্দ করে। ময়লা এবং আবর্জনা দিয়ে সুন্দর এ পার্কটিও নোংরা করে ফেলে।"

তুমি কখনো এরকমটি করবে না। হাতের কাছে কোন ময়লা পেলে তা ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। তোমার নিজের বাড়িটা সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। তোমার ডেন এর জন্য গর্ববোধ করতে শেখো। তোমরা সবাই ডেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখতে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারো। সে দিকে সজাগ থাকবে। কোন পরিদর্শক আসলেই যেন বুঝতে পারেন যে, তোমাদের ইউনিট একটি আদর্শ কাব দল।

স্কাউট সিডি থেকে আরো ২টি গান শেখা

ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে যে, এক সকল দেশের সেরা,
ও সে সপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র, সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজ্জল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে।
তারা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জাগে
এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
এমন স্নিগ্ধ কাহার, কোথায় এমন ধুম্র পাহাড়
কোথায় এমন হরিণ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেলে।
এরকম ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে
এমন দেশটির কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখি, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী।

ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা

ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমার বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ী
বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা।
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে।
তুমি মিশেছ মোর প্রাণের বরণ
কোমল মূর্তি মর্মে গাথা।।
ওগো মা তোমার কোলে জনম আমার
মরণ তোমার বুকে

তোমার অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শিতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল সহ
তুমি যে সকল সহ
সকল মহা মাতার।।
অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা
তবু জানিনে যে কিবা তোমায় দিয়েছি মা
আমার জন্ম গেল মিছে কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
ওমা বৃথাই আমার শক্তি দিলে শক্তিদাতা।।

যেকোন ২টি ছড়া বলতে পারা

কাব
ইমরান নুর

ওরা বলে আমরা ছোট ছোট কাব
অন্যের ভাল করা মোদের স্বভাব।
যদি দেখি দুঃখীজন পথেঘাটে আছে
আমরাই ছুট দেই তার খুব কাছে।
তার মুখে হাসি দিতে করি ঝুপ-ঝাপ
তাকে নিয়ে মেতে থাকি আমরা যে কাব।
যদি কেউ খোড়া হয়ে হাটতে না পারে
তাকে ধরে তুলে দেই নিয়ে যাই ঘরে
আদর যত্নে দিয়ে তারে ভালবাসি
আমরা কাব তাই মুখ হাসি।

কোলা ব্যাঙ
লুৎফর রহমান সরকার

কলা গাছে আড়ে
ছোট ডোবার ধারে
ডাকছে কোলা ব্যাঙ
কোলা ব্যাঙের গলাভারি

ডাকে যখন কাঁপে বাড়ি
ধরতে গেলে মারে লাফ
এক নিমিষে সবই সাফ
ও কোলা ব্যাঙ ডাকিস না
ডোবার ধারে থাকিস না
দেখলে খোন এসেই তখন
ধরবে ক্ষেপে ঠ্যাঙ
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ।

শারীরিক খেলাধুলা

২ টি খেলা জানা। ১টি দেশীয় ও ১টি বিদেশী যেমন ঃ কাবাডি, দাড়িয়া বান্দা অথবা সদস্য স্তরে শেখা হয়নি এমন ১টি খেলা। বিদেশী খেলা যেমন ঃ ফুটবল, হকি, টেনিস ইত্যাদি।

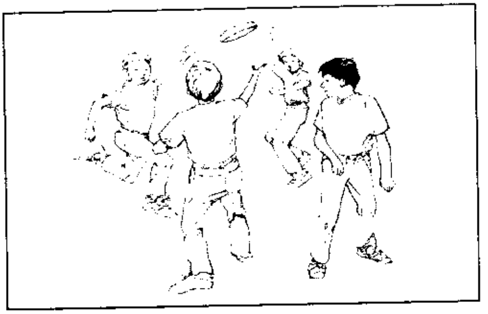

বল নিয়ে খেলা ঃ তুমি তোমার ষষ্ঠকের অন্যান্য কাবদের সাথে বল ধরা ও ছোঁড়ার মধ্যে অনেক আনন্দ পেতে পারো। খেলার মাঠে এটা একটা ভাল ব্যায়াম। বল নিয়ে খেলার মাধ্যমে তোমার চোখ ও হাতের ব্যায়াম হবে। তুমি প্রথম খুব কাছে থেকে তোমার বন্ধুর দিকে বল ছোঁড়। আবার তার ছোঁড়া বলটি ধরো। এভাবে আস্তে আস্তে তোমরা তোমাদের মধ্যেকার দূরত্বটা যদ্দুর সম্ভব বাড়িয়ে নেবে। মনে রাখবে বল ধরার সময় তোমার হাতে বল লাগার সঙ্গেই বলের গতি যে দিকে (অর্থাৎ তোমার গাঁয়ের দিকে) সেই দিকে বলসহ তোমার হাত টেনে আন। তাহলে বল তোমার হাতে ধাক্কা খেয়ে ফসকে যাবেনা। প্রথমে দুহাতে পরে এক হাতে বল ধরার অভ্যাস কর।

ভারসাম্য রক্ষা ঃ একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী দণ্ড যা দুই থেকে চার ইঞ্চি চওড়া এবং ১২ ফুট দীর্ঘ ও মাটি থেকে দুই ফুট উচ্চতায় রয়েছে তার উপর দিয়ে সামনের দিকে, পেছনের দিকে বা পাশের দিকে হাঁটার চেষ্টা কর। তোমার বন্ধুদের নিয়ে মাঠে এরকমটি করতে পারো। এটা তোমার চোখকে তীক্ষ্ম করবে, যেকোন কিছু থেকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে।

ব্যাঙের মতো লাফানো ঃ তোমার ষষ্ঠকের সবাই খেলার মঠে এ খেলাটি খেলতে পারো। এ খেলার জন্য ছবির মতো করে একজনকে নীচু হয়ে থাকতে হবে যেন তাকে অনেকটা লাফ দেওয়ার আগে ব্যাঙ যে রকম দেখায়। অন্য জন ব্যাঙের মতো করে তার উপর দিয়ে পার হবে। পার হওয়ার সময় এমনভাবে লাফ দিতে হবে যাতে দেহের ভর, যে নীচে আছে তার উপর না পড়ে অর্থাৎ হালকাভাবে হাত ভর সামনে লাফিয়ে পড়তে হবে। দলের সকল সদস্যদের নিয়েও এ খেলা খেলতে পারো। এ অবস্থায় এটা একটি ষষ্ঠক ভিত্তিক প্রতিযোগিতা হতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন ষষ্ঠকের সদস্যরা এক লাইনে দাঁড়াবে। সবাইকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। প্রথমে ষষ্ঠকের একজন সদস্য ছবির মতো ব্যাঙ এর ন্যায় অবস্থান নেবে, তারপর তার পেছনের খেলোয়াড়টির ব্যাঙের মতো করে তার ওপর দিয়ে পার হবে। পার হওয়ার সময় এমনভাবে লাফ দিতে হবে যাতে দেহের ভর, যে নিচে আছে তার উপর না পড়ে অর্থাৎ হালকাভাবে হাতে ভরদিয়ে সামনে লাফিয়ে পড়তে হবে। পার হয়েই সে ব্যাঙ এর মতো অবস্থান নেবে। এর পর তৃতীয় জন পর পর দুজনকে অতিক্রম করে একই অবস্থান নেবে। এভাবে একে একে সবাই আগের নিয়মে এগিয়ে

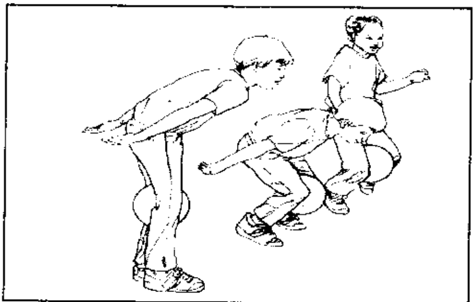

যাবে। যে ষষ্ঠক সবার আগে নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক ভাবে পৌছতে পারবে তারা বিজয়ী বলে বিবেচিত হবে।

দাঁড়িয়া বাঁধা ঃ দাঁড়িয়া বাঁধা বা গাদন একটি আনন্দদায়ক খেলা। এই আনন্দের মাঝে কাব স্কাউটদের শারীরিক শক্তি, বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতা বৃদ্ধি পায়। দুই দলে এই খেলা হয়ে থাকে। এক দল আক্রমনকারী ও অপরদল প্রতিরক্ষাকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। একেক দলে ৫ জন থেকে ১০ জন করে খেলোয়াড় থাকে। খেলার কোর্ট সাধারণত ১০ X ৮ ফুট হয়ে থাকে। খেলা ৩০/৪০ মিনিট স্থায়ী হয়। কোর্টের মাঝখানে ১ ফুট চওড়া শেষ প্রান্ত বরাবর লাইন থাকবে এবং ৮ ফুট অন্তর ১ ফুট চওড়া আড়াআড়ি লাইন থাকবে।

(ক) খেলার শুরুতে আক্রমনকারী দল 'ক' স্থানে অবস্থান করবে এবং ভিতরে এক এক করে দাঁড়াবে। সংকেতের সাথে সাথে খেলা আরম্ভ হবে। আক্রমনকারী দলের খেলোয়াড়রা 'ক' স্থানে থেকে বের হয়ে শেষ প্রান্ত প্রদক্ষিণ করে পুনরায় 'ক' স্থানে

ফিরে আসতে পারলে একটি লোনা পাবে। (খ) আক্রমনকারীদল শেষপ্রান্ত প্রদক্ষিণের চেষ্টা করবে এবং প্রতিরক্ষাকারী দল তাতে বাঁধা দেবে। এই প্রদক্ষিণের সময় যদি প্রতিপক্ষ দলের ১ ফুট চওড়া লাইনের মধ্যে থেকে আক্রমনকারী দলে কাউকে স্পর্শ বা ছুয়ে দিতে পারে তবে পুরো দলই আউট হবে। এবার আক্রমনকারীদল প্রতিরক্ষাকারী দল হবে ও প্রতিরক্ষাকারী দল আক্রমনকারী দল হবে।

কাবাডি

হাডুডু বা কাবাডি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। এই খেলা সাধারণত কিশোর থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সব ধরণের ছেলে-মেয়েরা খেলে থাকে। সাধারণত বিশেষ উৎসব বা পাল-পার্বনে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে হা-ডু-ডু খেলার আয়োজন করা হয়। কাবাডি বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। পূর্বে কেবল মাত্র এই কাবাডি খেলার প্রচলন দেখা গেলেও বর্তমানে সব জায়গায় কাবাডি খেলা প্রচলিত হয়েছে। ১৯৭৮ সালে ভারত বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলংকা ও বার্মার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় প্রথম এশিয়ান কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৬ এ এশিয়ান গেমস এ প্রথমবারের মতো কাবাডি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে আস্তে আস্তে কাবাডি খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

খেলার নিয়মাবলী

* **মাঠ ঃ** কাবাডি খেলার বালকদের মাঠ লম্বায় ১২.৫০ মিটার চওড়ায় ১০ মিটার হয় এবং বালিকাদের কাবাডি খেলার মাঠ লম্বায় ১১ মিটার এবং চওড়ায় ৮ মিটার হয়। খেলার মাঠে ঠিক মাঝখানে একটি লাইন টানা থাকে যাকে মধ্যরেখা বা চড়াই লাইন বলে। এই মধ্য রেখার দুই দিকে অর্ধ পাশে ১ মিটার দূরে লাইন থাকে যাকে লবি বলা হয়।

* **সদস্য ঃ** প্রতি দলে ১২ জন খেলোয়াড় অংশ নেয়। কিন্তু প্রতি দলের ৭ জন খেলোয়াড় একসাথে মাঠে নামে। বাকি ৫ জন অতিরিক্ত হিসেবে থাকে। খেলা চলাকালীন সর্বাধিক তিন জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

সময়ঃ ৫ মিনিট বিরতি সহ দুই অর্ধে পুরুষদের ২৫ মিনিট করে এবং মেয়েদের ২০ মিনিট করে খেলা হবে। খেলা শেষে যেই দল বেশি পয়েন্ট পাবে সেই দলই জয়ী হবে। যদি দু'দলের পয়েন্ট সমান থাকে তবে যে প্রথম পয়েন্ট অর্জন করেছিল সে দলই জয়ী হবে।

*** পয়েন্ট ঃ** যদি কোন খেলোয়াড় মাঠের বাহিরে চলে যায় তাহলে সে আউট হবে। এ ভাবে একটি দলের সবাই আউট হলে বিপক্ষ দল একটি লোনা (একাধিক ২ পয়েন্ট) পাবে। মধ্যরেখা থেকে দম নিয়ে বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়কে (একাধিক হতে পারে) স্পর্শ করে এক নিঃশ্বাস নিরাপদে নিজেদের কোর্টে ফিরে আসতে পারলে, যাদের স্পর্শ করবে সে বা তারা সব কয় জনই আউট হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য এক পয়েন্ট পাওয়া যাবে।

*** সতর্কতা ঃ** এক নিঃশ্বাস স্পর্শ ভাবে পুণঃপুণঃ কাবাডি বলে ডাক দেওয়াকে দম নেওয়া বলে। এই দম মধ্যরেখা থেকে শুরু করতে হবে। বিপক্ষ কোর্টে একসাথে একাধিক আক্রমনকারী যেতে পারবে না। কোন আক্রমনকারী বিপক্ষ দলের কোর্টে দম হারালে এবং বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় তাকে স্পর্শ করতে পারলে সে আক্রমনকারী আউট বলে গন্য হবে।

*** ফুটবল ঃ** ফুটবল চামড়ার তৈরি একটি বল। এটা আমাদের দেশীয় খেলা নয়। বর্তমানে আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। খেলার মাঠটি সমান ২ ভাগে করা হয়। মাঠের ২ প্রান্তে ২টি গোল পোষ্ট থাকে। এর ভিতর দিয়ে বল ঢুকলেই গোল হয়। এ গোল নিয়েই খেলার জয়-পরাজয় নির্বাচিত হয়ে থাকে।

নিয়ম ঃ ফুটবল খেলা ২ দলে খেলতে হয়। সাধারণত প্রত্যেক দলে ১১ জন করে মোট ২২ জন খেলোয়াড় থাকে। গোল পোষ্টের সামনে যে ২ জন খেলোয়াড় দাঁড়ায়। তাদের ব্যাক (গোলকিপার) বলে। সকলের সম্মুখে যে ৫ জন খেলোয়াড় থাকে তাদেরকে ফরওয়ার্ড বলে। খেলা পরিচালিত করার জন্য ১ জন রেফারি বা বিচারক থাকেন। সাধারণত খেলা ৯০ (নব্বই) মিনিট চলে। খেলার মাঝামাঝি সময়ে ১৫ (পনের) মিনিটের জন্য বিরতি দেয়া হয়।

ক্রিকেট ঃ ক্রিকেট বিদেশী খেলা। এ খেলার উপকরণের মধ্যে কাঠের তৈরি ব্যাট ব্যবহার করা হয়। ব্যাট আইন অনুযায়ী দৈর্ঘ্য আড়াই ফুট ও প্রস্থে চার ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট কাঠের তৈরি ব্যাট ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া কাঠ দিয়ে তৈরি তিনটি দণ্ড প্রয়োজন হয়। ক্রিকেটে এগুলোকে উইকেট বলে। উইকেটের মধ্যের ব্যবধান সমান রাখার জন্য একটি নির্দিষ্ট মাপের দু টুকরো কাঠ উইকেটের উপর বসানো হয়, একে বেল বলে। বলের সামান্য আঘাত পেলেই বেল মাটিতে পড়ে যায় এবং এতে খেলার মীমাংসা সহজ হয়। ক্রিকেট খেলা দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক দলে ১১ জন করে খেলোয়াড় থাকে। এক দল বল পেটানোর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং প্রতিপক্ষ তাদের আউট করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড় একজন বল নিক্ষেপ করে, তাকে বোলার বলা হয়। উইকেটের পিছনে একজন খেলোয়াড় থাকে, তাকে উইকেট কিপার বলে। বাকি সব খেলোয়াড় মাঠের

মধ্যে বল ধরার জন্য চেষ্টা করে। তাদের ফিল্ডার বলা হয়। একজন বোলার পর পর ছয়টি বল করতে পারে। এরূপ ছয় বল করাকে ওভার বলে। এ খেলা পরিচালনা করার জন্য একজন আম্পায়ার থাকে।

মুগলির গল্প বলতে পারা

রুডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) এর বিখ্যাত বই দি জাঙ্গল বুক (The Jungle Book) এর ভাবধারা কাবিং এর পটভূমি। এখনও বিশ্বের অনেক দেশে এ ভাবধারায় কাবিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমানে কাবিং প্রোগ্রাম মুগলির কাহিনীর ভিত্তিতে পরিচালিত না হলেও এ প্রোগ্রাম বুঝতে হলে মুগলির গল্প সর্ম্পকে ধারণা থাকা উচিৎ।

মুগলির গল্প ঃ প্রাচীন কালের কথা। ভারতের মধ্য প্রদেশের মিওনি নামক এক পর্বতের চূড়ায় গভীর জঙ্গল ছিল। সে জঙ্গলে এক বৃদ্ধ বাঘ বাস করত। জঙ্গলের সকল প্রাণী তাকে শের খা বলে জানত। আসলে শের খা নামের বাঘটি অত্যন্ত ভীরু। শের খা শিকারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে বনের এক প্রান্তে ঝোপের পাশে এক কুড়ে ঘরের নিকট গেল। রাতে ঘুমন্ত লোককে টেনে বের করে শিকার করা যায় কিনা, মোটাসোটা মানুষের বাচ্চা পেলেতো কথা নেই। শিকারের আশায় কুড়ে ঘরের দিকে এক দৃষ্টিতে শের খা আগাতে থাকে। দৃষ্টি তার কোথায় সে খেয়াল নেই। কুড়েঘরটি ছিল এক কাঠুরিয়ার। শীতের রাতে কাঠুরিয়া ঘরের সামনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। অন্ধকারে শেরখার পা পড়ল জ্বলন্ত আগুনের উপর। সে সঙ্গে যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে গর্জন করে উঠল। শব্দে কুড়ে ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত কাঠুরিয়া ও তার পরিবার জেগে উঠে ঘরের বাইরে আসল। ইতিমধ্যে শের খা খোড়াতে খোড়াতে স্থান ত্যাগ করল। শব্দ শুনে কাঠুরিয়ার ছোট শিশু-পুত্র নাথু ঘরের বাইরে ঝোপে লুকানোর জন্য দৌড়ে যাচ্ছে। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল ধুসর বর্ণের নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে বাঘ খুব সাহসী ও দয়ালু। নেকড়ে যখনই দেখল শিশুটি তাকে দেখে ভয় পাচ্ছে না, তখন তার দয়া হল। নেকড়ে শিশুটিকে ধরে সে তার গুহায় নিয়ে গেল। গুহার নেকড়ে বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে বাচ্চাটি খেলা করতে থাকে এবং মা নেকড়ে তাকে নিজ বাচ্চার মতো লালন-পালন করতে থাকে। সেই বনে তাবাকী নামক এক মিথ্যাবাদী ও চাটুকার খেক শিয়াল বাস করত। শিয়াল আগেই জানতে পেরেছে যে, কাঠুরিয়ার ছেলে নাথু নেকড়ের গুহায় আছে। সে শের খাকে সংবাটি জানাতে তার কাছে গেল এবং খুব অনুনয় বিনয় করে বলল মহারাজ আপনার শিকার মানব শিশু এখন নেকড়ের গুহায়। আপনি যখন তাকে শিকার করবেন, তখন পুরস্কার স্বরূপে আমাকে দু, এক টুকরো মাংস দিবেন। তাবাকীর কথা শুনে শের খা গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে নেকড়ের গুহার দিকে ছুটলো। কিন্তু নেকড়ের গুহার মুখ ছোট থাকায় শের খা মাথা ঢুকিয়ে শিকার ধরতে পারল না।

নেকড়ে নাথুকে দিল না। নেকড়ে গলা ঝাড়া দিয়ে শের খাকে বলল সে যেন আর মানুষ শিকার না করে। রাগে অপমানে শের খা নেকড়েকে দেখে নিবে বলে ভয় দেখিয়ে ফিরে গেল। নাথু নেকড়ের গুহায় আস্তে বড় হতে লাগল। নেকড় এ মানবের নাম রাখল মুগলি। নেকড়ে জঙ্গলে মুগলিকে শিকার ধারার কৌশল, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশল শিখাতে লাগল। সেই বনে প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে পাহাড়ের চূড়ায় জঙ্গলে সব জন্তু জানোয়ারদের একটি দল সভা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন জঙ্গলের সর্দার আকেলা নামক এক নেকড়ে বাঘ। তার পরামর্শদাতা ছিল জঙ্গলের প্রাণীদের আইন কানুন শিক্ষক ভাল্লুক বালু। এই বনে এক চিতা বাঘ ছিল যার নাম বাঘেরা। বালু ও বাঘেরা মুগলীকে খুবই পছন্দ করত। এক নির্দিষ্ট পূর্ণিমার রাতে বালু ও বাঘেরা পরামর্শে নেকড়ে মুগলিকে দল সভায় নিয়ে গেল। আকেলা নেকড়ের সব কথা শুনল। আকেলা বলল মানুষের বাচ্চাকে বনের পশুর দলে নেয়া যায় না। উপায় না দেখে নেকড়ে অন্যান্য পশুর মতামত জানার জন্য আকেলাকে অনুরোধ করল। তারা এও বলল যে তারা বনের আইন কানুন তাকে শিখাবে। পরে মুগলি দল ভুক্ত হলো। প্রথমে তারা মুগলিকে শিকার ধরার কৌশল এবং কিভাবে শিকারের অপেক্ষায় চুপচুপে গুড়ি মেরে অপেক্ষা করতে হয় তাও শিখাল। বনের আইন শিখাল। বাঘেরা শিখায় শিকার ধরার কৌশল আর কালো ভাল্লুক বালু শেখায় বনের আইন। এদিকে মুগলির পিছনে তাবাকী সব সময় লেগে আছে। সে শের খাকে বদ পরামর্শ দিতে লাগল। মুগলিকে দলে রাখলে লাভের বদলে লোকসানই হবে। কথাটা শের খার পছন্দ হলো, কথাটি অনেক নেকড়ে মনে রেখাপাত করল। তারা মুগলির বিপক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। দেয়ালেও কান আছে কথাটি বালু ও বাঘেরা জেনে ফেলল। মুগলিকে যত শীঘ্র বন্য পশু পাখির গোপনভাষা গুরু মন্ত্র শেখাতে হবে।

বালু মুগলিকে গুরু মন্ত্র শিখাচ্ছিল। পাঠ যখন চলছিল তখন মুগলি খুবই অমনোযোগী থাকায় বালু রেগে গিয়ে মুগলিকে (অসাবধানবসতঃ) চড় ঘুষি মারল। সে মনের ক্ষোভে এবং দুঃখে কান্নায় জুড়ে ছিল এবং বালুকে না বলেই বনের মধ্যে কোথায় মিলে গেলে। বানর দল মুগলিকে পেয়ে তাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু করল। এ গাছ থেকে ও গাছ নিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। মুগলি খুবই ক্লান্ত হল এবং তার এ সব ভাল লাগলনা। বালুর জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সে বানরের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বালুর উদ্দেশ্য রওনা হল। বালু ও বাঘেরা মুগলিকে খুজছিল। বাঘেরা বলল ছোট শিশু তাকে মারা ঠিক হয়নি। ইতোমধ্যে মুগলি উপর থেকে বলে উঠল যে কে বলে আমি শিখিনি। এই শোন বলছি বলে বলতে লাগল। ইতোমধ্যে মুগলি গাছের উপর লতা পাতা দিয়ে ঘর তৈরি করে সেখানে থাকত।

একদিন মুগলি ঘুমিয়ে আছে। বানর দল তাকে সেখানে থেকে নিয়ে গাছের মগ ডালে উঠে সেখান থেকে এ গাছ ও গাছ লাফিয়ে চার মাইল পথ অতিক্রম করল। ইতোমধ্যে টানা হেচড়ে করে মুগলিকে নিয়ে লাফ ঝাপ দিয়ে প্রচন্ড ভাঙ্গা কেলন্ডার দিকে চলল। মুগলি যেতে যেতে (বনের ডাক) দিতে লাগল। আকাশের চিলের রাজা র‍্যাস সে ডাক শুনল। র‍্যাস সো সো করে নীচে নেমে আসল এবং দেখল বানরের দল মুগলিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পরে বালু ও বাঘেরা কে সে সংবাদ দিল। বালু বাঘেরা কেলন্ডার দিকে ছুটল। যেতে যেতে পথে পেল ইন্ধ অজগরকে যার নাম কা। বালু ও বাঘেরা বানর শিকার ধরার জন্য কা কে সঙ্গে যাবার অনুরোধ করল। বানর তাকে হলুদ পোকা বলেছে। এ বলে কা কে খেপাল। এ কথা শুনে কা তো রেগে গেল। তখন সে হিস হিস করে বলল, বানরদেরকে একটু শিক্ষা দেয়া দরকার। এই বলে সঙ্গে চলল। বাঘেরা আগে চলল। সে ভাঙ্গা কেলন্ডার উপর হাজার হাজার বানরের পাল জড়ো হয়ে চেঁচামেচি করছে দেখে ভাবল মুগলি এখানেই আছে। সে ঝাপিয়ে পড়ল বানরের দলের উপর। কিন্তু একা পারবে কী করে। পরে একান্ত চৌবাচ্চার পানিতে লাফিয়ে আত্মরক্ষা করল। ইতিমধ্যে বালু কাছে এসে পৌছাল। মুগলি হাত ছাড়া হবে ভেবে বানর মুগলিকে একটি বদ্ধ ঘরের ফেলে দিল। সে ঘরে ছিল বিষাক্ত সাপের বাস। সাপ দল বেধে মুগলিকে কামড়াতে আসল। মুগলি বনের ডাক দিল। সাপ আর কিছু বলল না। বালু ও বাঘেরার সঙ্গে যখন বানরের ঘোর যুদ্ধ চলছিল তখন কা ছাদের উপর উঠে এবং বানরের দলের ভিতর এসে ভীষণভাবে ছোবল দিতে লাগল। ভয়ে সব বানর পালিয়ে গেল। বানরের দল যখন পালাল ছাদে এসে তার প্রিয় খাদ্য বানর ধরে খেতে লাগল। পরে সবাই মুগলিকে নিয়ে বনে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে নেকড়ের সহযোগিতায় মুগলি শেরখাঁ কে হত্যা করে গায়ের চামড়া খুলে ফেলে মাঘি পূর্ণিমার রাতে দল সভায় বৃত্তের মাঝখানে সে চামড়া রেখে দেয়। নেকড়ের দল বৃত্তের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে মহাগর্জন দেয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, নেকড়ের দল সভায় হচ্ছে কাবদের (Pack Meeting)। জঙ্গলের নেকড়ে দল যখন একত্রিত হত তাদের সরদার আকেলা মধ্যস্থলে একটি শিলার উপর দাঁড়াত। ঐ শিলাকে সভা শিলা (Council Rock) বলা হত। অন্যান্য নেঁকড়েরা তারা চারিদিকে গোল হয়ে দাড়াল। কাব দল লিডার (আকেলা) কে নিয়ে বৃত্ত তৈরি করে কাবেরা বৃত্তের চারপাশে ষষ্ঠক ভিত্তিক দাড়ায়। বৃত্তের যেখানে কাব লিডার দাড়ায় সেখানেই সভা শিলা (Council Rock) বলে। সভা হতে ৩,৪বা ৫ কদম দূরে (অনুমানিক ৩ ফুট ব্যাসার্ধ্য) অথবা কাধে কাধ মিলিয়ে গোল হয়ে বৃত্তে দাড়ালে তাকে শৈল মন্ডলী (Rock Meeting or Assembel

Cirsel) বলে। কাবেরা কোথাও একত্রিত (Full in)হতে হলে তাদের সব সময় শৈলমন্ডল (Rock Meeting) এ দাঁড়াতে হয়। আবার গ্র্যান্ড হাউল (গ্র্যান্ড ইয়েল) অথবা খেলাধুলার সময় শৈল মন্ডলী থেকে আনুমানিক তিন কদম দূরে (দুই পাশে দুই হাত প্রসারিত করে অথবা সভা শিলা থেকে ৬ ফুট ব্যাসার্ধ বা প্রয়োজন হলে আরো পিছনে সরে বৃত্তাকারে দাড়াতে হয়। এই পদ্ধতিতে বৃহৎ মন্ডলী (Parade Circle) বলে।

বিদ্র: মুগলির গল্পের উপর ভিত্তি করে একটি কার্টুন বিভিন্ন ভাসায় বাজারে পাওয়া যায়। তুমি বন্ধুদের নিয়ে কার্টুনটি উপভোগ করতে পার।

প্যাক মিটিং (নমুনা)

১) পতাকার কাছে সমবেত "বৃত্তাকারে দাঁড়ানো
২) গ্র্যান্ড ইয়েল
৩) পতাকা উত্তোলন
৪) প্রার্থনা সঙ্গীত
৫) পরিদর্শন, চাঁদা আদায়, আকেলার বক্তব্য, প্রোগ্রাম ঘোষণা "রিপোর্ট পেশ।
৬) উত্তেজনামূলক খেলা
৭) পুরাতন পাঠ আলোচনা
৮) গান
৯) নতুন পাঠ ঘোষণা।
১০) নতুন পাঠ আলোচনা।
১১) নীরব প্রার্থনা।
১২) সমাপ্তি গ্রান্ড ইয়েল "পতাকা নামানো"।

সময় ঃ ৬০ থেকে ৯০ মিনিট

পারদর্শিতা ব্যাজ

সূর্য গ্রুপ (আবশ্যিক) ঃ

১. জনস্বাস্থ্য ২. সাঁতার ৩. নিরাপত্তা ৪. পরিবেশ সংরক্ষন

রংধনু গ্রুপ

বেগুনী ঃ (নাগরিকত্ব)

১. সমাজ সেবা ২. প্রাথমিক প্রতিবিধান ৩. স্বাক্ষরতা ৪. কৃষ্টি ৫. স্বাস্থ্য সচেতনতা ৬. শিশু অধিকার

এসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে তোমাকে আকেলার মন জয় করতে হবে। অর্থাৎ খুশী করতে হবে। তিনি কিভাবে খুশী হবেন? এটাইতো ভাবছ? তুমি যদি

প্রতিটি প্যাক মিটিং এ অংশগ্রহণ করো তবেই তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তবে তারা ব্যাজ পেতে হলে তোমাকে আরও কিছুটা পথ পাড়ি দিতে হবে। তোমাদের পারদর্শিতা ব্যাজগুলো থেকে তোমাকে দুটো ব্যাজ অর্জন করতে হবে। তোমার জন্য যাতে সহজ হয় সে জন্য ব্যাজগুলো নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে। তুমি তোমার পছন্দ মাফিক দুটো ব্যাজ বেছে নাও। ব্যাজ পছন্দের ব্যাপারে প্রয়োজনে নিজ আকেলার সাহায্য নিতে পার।

সমাজ সেবা:

ক) ঘরের আবর্জনা সঠিক স্থানে ফেলতে জানা ঃ মনে রাখবে, ময়লা আবর্জনা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ফেলা চলবে না। স্কটল্যান্ডের সেই পার্কের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। তোমার ঘরের সব ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা রেখে প্রতিদিন রাত দশটার পর থেকে ভোর ছয়টার মধ্যে ময়লাগুলো ডাস্টবিনে ফেলবে।

অনেকে বাসার ময়লা রাস্তায় বা ড্রেনে ফেলে, আবার অনেকে আবর্জনাগুলো ডাস্টবিনে না ফেলে এর আশেপাশে ফেলে। এতে করে ডাস্টবিনের চারদিক অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে উঠে। এক সময় এমন অবস্থা হয় যে ডাস্টবিনের পাশের রাস্তা দিয়ে পার হওয়াই কষ্টকর হয়ে পড়ে, তুমি নিশ্চয়ই এরকমটি করবে না। তুমি যদি গ্রামে থাকো তাহলে তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। আর তা হচ্ছে তোমাকে বড়দের সাহায্য নিয়ে তোমার ঘরের কাছে একটা গর্ত খুঁড়তে হবে। এই গর্তেই তুমি তোমার বাসার সমস্ত ময়লা আবর্জনা ফেলবে। সপ্তাহে একবার অন্যান্যদের সাহায্যে আবর্জনার ওপর মাটি চাপা দিয়ে রাখবে। এতে দুর্গন্ধ তো বেরুবেই না বরং এভাবে আবর্জনা পঁচে যাবে। একসময় তা উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হবে যা তুমি গাছের পরিচর্যার কাজে ব্যবহার করবে।

খ) রাস্তায় চলার সময় কলার খোসা, কাঁটা, ইট বা পাথর বিপদমুক্ত স্থানে রাখাঃ এসমস্ত জিনিস এক দিকে যেমন পরিবেশ নোংরা করে অন্য দিকে বিপদও ঘটাতে পারে। কলার খোসায় পা পিছলে যেতে পারে। কাঁটা, ইট বা পাথর পায়ে ফুটে সেখানে ক্ষত হতে পারে। তাই কাব স্কাউট হিসেবে যখনই এ সমস্ত ক্ষতিকর জিনিস চোখে পড়বে তখন তুমি অবশ্যই এগুলো রাস্তার এক ধারে বিপদমুক্ত স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলে দিবে।

গ) বাড়ীতে নিজ ধর্মের যে কোন ২টি অনুষ্ঠানে সহায়তা করা ঃ তোমার কি প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে? সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য পালনের কথা সব সময় মনে রাখবে। তুমি যে ধর্মেরই হও না কেন তোমাদের বাসায় নিশ্চয়ই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি

হয়ে থাকে। তোমার কাজ হলো এ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তোমার বাবা, মা, ভাই, বোন বা পরিবারের অন্যান্যদেরকে সহায়তা করা।

ঘ) সমাজ সেবামূলক তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম জানা, নিজ শ্রেণীকক্ষ/বাড়ির আঙ্গিনায় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজে অংশগ্রহণ ঃ আমাদের বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেগুলো সবসময়ই আমাদের সবার উপকার করার চেষ্টা করছে। সেবামূলক এ রকম তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম তোমাকে জানতে হবে। তোমার আশে পাশে খোজ করে প্রয়োজনে বড়দের সাহায্য নিয়ে তুমি এদের সম্পর্কে জানবে। তোমার শ্রেণি কক্ষ এবং তোমার বাড়ির আঙ্গিনা তোমার খুব কাছের ও প্রিয় জায়গা কাজেই এ জায়গাগুলো সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখবে। তোমার সহপাঠীদের সহায়তায় তোমার শ্রেণিকক্ষ এবং বড়দের সহায়তায় তোমার বাড়ীর আঙ্গিনা পরিচ্ছন্ন রাখবে।

❑ ক্যাম্পিং

কাব স্কাউটিং এর পুরো সময়ে অন্ততঃ ১টি কাব কার্নিভাল, ১টি কাব অভিযান, ২টি কাব হলিডে, ১টি স্কাউটস ওন ও ১টি উপজেলা/জেলা/জাতীয় ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করে এর রেকর্ড তোমার রেকর্ড বইয়ে সংরক্ষণ করবে এবং সনদ গুলো যত্ন সহকারে রেখে দিবে।